দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ — 9 JUL 2008 —
পৃষ্ঠা — ৮২ — কলাম — ১

সরকারী কলেজে দ্বিতীয় শিফট চালুর সুযোগ নেই

চট্টগ্রামে নামী-দামি কলেজে ভর্তি লড়াই তুঙ্গে শিক্ষার্থী পাবে না গ্রামের অনেক কলেজ

রফিকুল ইসলাম সেলিম : চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে ভর্তির লড়াই। নামী-দামি কলেজগুলোতে ভর্তি হতে দীর্ঘ লাইন ধরে ফরম সংগ্রহ করছে মেধাবীরা। নগরীর ৫টি সরকারী কলেজে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড আগ্রহ। এ কারণে শহরের কলেজে ঠাঁই নেই অবস্থা। অথচ গ্রামের অনেক কলেজ ছাত্রশূন্য থেকে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বোর্ডের

পৃঃ ২ কঃ ১

চট্টগ্রামে নামী-দামি কলেজে

বোর্ডের ৫টি জেলায় ১৭টি সরকারী কলেজসহ মোট ১৭৬টি কলেজে এইচএসসিতে ৯৪ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ বছর এসএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৯ হাজার ৯৪৪ জন। এর ফলে গ্রামের অনেক কলেজ এবারও শিক্ষার্থী পাবে না। অন্যদিকে সরকার নগরীর সরকারী কলেজগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালুর অনুমতি দিলেও কোনো কলেজ তা চালু করতে পারছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, পর্যাপ্ত শিক্ষকসহ সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তারা দ্বিতীয় শিফট চালু করতে অক্ষম।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫ জেলার কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম কলেজ, বাণিজ্য কলেজ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজসহ নগরীর সরকারী ৫টি কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের দীর্ঘ লাইন। কিন্তু এসব সরকারী কলেজে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় খুব কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। বাকিদের যেতে হবে বেসরকারী কলেজে অথবা জেলা পর্যায়ের সরকারী কলেজে।

ভর্তিযুদ্ধের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবার এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ১ হাজার ৩১৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফলের উচ্ছ্বাস মিইয়ে যেতে বসেছে ভর্তি সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায়। সর্বোচ্চ ফলাফলের বিপরীতে আসনসংখ্যা খুবই অপ্রতুল হওয়ায় এদের অনেকেই নগরীর নামী পাঁচটি কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এসব কলেজে সর্বোচ্চ ৩ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। গত ত্রিশ বছরে নগরীতে কোনো সরকারী কলেজ স্থাপিত হয়নি। ভাল মানের বেসরকারী কলেজের সংখ্যাও হাতেগোনা। ফলে প্রতি বছরের ন্যায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা থেকেই যাচ্ছে।

এ বছর রেকর্ডসংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি ও পাসের হার বৃদ্ধিতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। নগরীর নামী কলেজগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালুর দাবী উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সরকারও নামী কলেজগুলোতে দ্বিতীয় পালা চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে বলে সম্প্রতি ঘোষণা দেয়। কিন্তু চট্টগ্রামের কলেজগুলোর অবকাঠামোগত অপ্রতুলতার পাশাপাশি তীব্র শিক্ষক সঙ্কট, অপর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ ও আবাসন সঙ্কটসহ নানা কারণে দ্বিতীয় পালা চালু সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন কলেজগুলোর অধ্যক্ষগণ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৭৬টি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে পাঠদান করানো হলেও এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ নগরীর সরকারী কলেজগুলো। ঐতিহ্য, শিক্ষার পরিবেশ ও ভালো ফলাফলের কারণেই তারা এসব কলেজে ভর্তি হতে উন্মুখ। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সীমিত আসনের কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীই এসব কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশী সঙ্কটে রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা।

চট্টগ্রামে এবার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৩০৫ জন। এর মধ্যে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২৫৭ জন। অথচ শীর্ষস্থানীয় চট্টগ্রাম কলেজ এবং মহসিন কলেজে আসন রয়েছে ৪৫০টি করে ৯০০। আর সব মিলিয়ে নগরীর সরকারী কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে আসন রয়েছে মাত্র ১ হাজার ৬৫০। ফলে অর্ধেকের বেশী জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীই সরকারী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

তবে বেসরকারী অনেক কলেজ এবারও ছাত্র পাবে না। নগরীর সরকারী-বেসরকারী কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ১৬ হাজার ৫শ' জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এবার এসএসসিতে বাণিজ্য বিভাগ থেকে পাস করেছে ২৩ হাজার ১১৩ জন। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর হুমায়ুন কবীর জানান, নগরীর সরকারী কলেজে ভর্তি হতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অতিআগ্রহের কারণে এসব কলেজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশী। কিন্তু এবার পাসের হার সর্বোচ্চ হওয়ার পরও অনেক কলেজে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে না। তার মতে, গ্রামের কলেজে ভাল শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা শহরের কলেজে পড়তে আগ্রহী। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারী কলেজ ৫টি। এগুলো হলো- চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, সিটি কলেজ, সরকারী বাণিজ্য কলেজ ও সরকারী মহিলা কলেজ। এছাড়া জেলায় রয়েছে পটিয়া সরকারী কলেজ, সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ। এছাড়া কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ২টি করে সরকারী কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে আসনসংখ্যা খুবই সীমিত।